যুগান্তর

তারিখ NOV. 08 2006
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

কারমাইকেলের ছাত্রীরা হল ছাড়ছে

রংপুর অফিস

ইসলামী ছাত্রশিবিরের ক্যাডারদের হুমকির মুখে কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রীহলগুলো থেকে ছাত্রীরা চলে যাচ্ছে। সোমবার কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রী মিছিলে সশস্ত্র হামলার ঘটনায় শিবিরের ১৩ জনের নামে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে এখন পুলিশের পাশাপাশি সশস্ত্র শিবির ক্যাডার বাহিনী সহাবস্থান করছে।

গত ৯ মাসে কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রীহলে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের কয়েকদফা হামলার প্রতিবাদে ও ছাত্রীদের নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্রীরা কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল বের করলে সশস্ত্র শিবির ক্যাডার বাহিনী সোমবার হামলা চালায়। হামলাকারীরা এ সময় ছাত্রীদের মারধর করে তাদের বিবস্ত্র করার চেষ্টা করে। হামলায় ছাত্রী ও সাংবাদিকসহ ১৫ জন আহত হয়। এ ঘটনায় সোমবার রাতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের নেতা ও কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র আকতারুজ্জামান মিঠু বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় অভিযুক্ত আসামিরা হল— শিবির নেতা জাহেদুর, মজুরুল, আহসান হাবীব, সাজ্জাদ, জাহেদুল, শিবলী, রোকনুজ্জামান, বাবু, এমদাদ, সামছুল, সজিব, মালেক ও রব্বানী।

শিবির ক্যাডার বাহিনীর হুমকির মুখে ছাত্রীরা তাদের ওপর হামলার ঘটনায় কোন আইনগত ব্যবস্থা নিতে সাহস পায়নি। ছাত্রীদের ওপর নারকীয় হামলার ঘটনা অস্বীকার করেছে রংপুর পুলিশ প্রশাসন ও কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলেছেন, কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে কয়েকজন বহিরাগত ছাত্রী সম্প্রতি ছাত্রীহলে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা নিয়ে মিছিল মিটিং করতে গেলে সাধারণ ছাত্ররা তাদের নিষেধ করেছিল মাত্র। কোন হামলার ঘটনা ঘটেনি। পত্রপত্রিকায় যে খবর ছাপা হয়েছে সে রকম কোন ঘটনা ঘটেনি বলেছেন কলেজ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুন-নবী চৌধুরী। শিবিরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসে এবং যেসব পত্রিকায় খবর ছাপা হয়েছে সেসব পত্রিকার সাংবাদিকদের টেলিফোন করে হুমকি দিয়ে বলা হচ্ছে, সোমবার কলেজ ক্যাম্পাসে কোন ধরনের ছাত্রী মিছিল হয়নি এবং কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রী মিছিলে কোন হামলার ঘটনা ঘটেনি। তারা এ ধরনের খবর প্রকাশ থেকে সাংবাদিকদের বিরত থাকার জন্য শাসিয়ে দেয়। হামলার ঘটনা অস্বীকার করে সোমবার রাতে শিবিরের পক্ষ থেকে সচেতন ছাত্র সমাজের নামে মোঃ রোকনুজ্জামান বাবু স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে ও প্রেস ক্লাবে পাঠানো হয়।

হামলার সময় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের ওপর শিবিরের হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন রংপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি সদরুল আলম দুলু ও সাধারণ সম্পাদক রশীদ বাবু।

কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের তাপসী রাবেয়া হল, বেগম রোকেয়া হল ও শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হলের নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক একাধিক ছাত্রী যুগান্তরকে জানিয়েছে, কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রী মিছিলে শিবিরের হামলার ব্যাপারে সাংবাদিকদের সঙ্গে যারা মুখ খুলবে তাদের কলেজ থেকে বের করে দেয়া হবে বলে শাসিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ছাত্রীহলে গিয়ে সশস্ত্র শিবির বাহিনী ছাত্রীদের হামলার ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য হুমকি দিয়েছে। এ পরিস্থিতির মুখে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কলেজ ক্যাম্পাসে যেতে সাহস পাচ্ছে না। তাদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে।